OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 854 - 861
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচীন গ্রাম আন্দুলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমাহার

অনামিকা চ্যাটার্জী
পিএইচ.ডি.
হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্ট
টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি
Email ID : withdr.anamika@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Andul, Culture, Tradition, Lord Cornwallis, Pandit, Durga festival, Howrah District, Nityananda Mahaprabhu, Raj Poribar, Saraswati River.

Abstract

Andul is one of the oldest villages in Howrah district, a place that still bears the testimony of ancient history and tradition. Three hundred years ago, trade was carried out between various countries, places on the Saraswati River route through Saptagram Port. At that time, Andulgram was located in the middle of that trade route and a few noble landlord families started living in this area; the Roy Family (also known as Raj Parivar) followed by Mallick Family and Kundu Chowdury Family.

The importance of the Datta Chowdhury dynasty in the history of Andul is immense. During the time of Krishnananda, the fourth-generation male of this family, Nityananda Mahaprabhu. Once many Vaishnavas groups were meeting in the Kirtan Mandap in a religious gathering. It is said that the dance songs of Nityananda Mahaprabhu's Vaishnav group caused a dust of joy to rise on the ground of that place. This lead toward naming of the place as Anandodhuli. Later, this word got corrupted and became Andul, a name by which it known today.

The ancient Durga festival, which began during the reign of Krishnananda's grandson Ram Sharan Dutta Chowdhury, is still being celebrated in the same vein. Bhubaneswar Kar was the founder of the Kar dynasty. Later, the Andul dynasty emerged from this Kar dynasty, and the birth of two Pandits Vidyasagar and Mahendranath Bhattacharya further added to the greatness of this village. The name of Purushottam is known as the ancestor of the Kundu Chowdhury clan of this village, Mahiari, adjacent to Andul. This Kundu Chowdhury family established a hospital, thirty schools, and a library for the general public for the welfare of the village, which truly deserves praise.

During the Muslim rule, Andul was under the control of Muzaffarpura and Boro Pargana and was called as 'Muzaffara' at that time. During the rule of Lord Cornwallis, at the settlement of the revenue of Bengal, this place came under the Twenty-four Parganas, later during the delimitation of the Hooghly district, it came under the then Hooghly district, and later when the Howrah

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

district was established, the village of Andul was included in the Howrah district.

My aim in analyzing this issue is to present the history, culture and heritage of Andulgram to the future generations so that they can be informed about the various unknown historical places, culture and heritage of their state and they can take this heritage culture forward somewhere. In this way, the message of the history, culture and heritage of the villages of Bengal will gradually spread in Bengal and India.

Discussion

আন্দুলের ইতিহাসে জমিদার দত্ত চৌধুরী বংশের গুরুত্ব অপরিসীম। আন্দুল গ্রামটিতে দত্ত চৌধুরী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তেখড়ি দত্ত যিনি দেবদাস নামে পরিচিত তাঁরই হাত ধরে।[১] তাঁর প্রপৌত্র কৃষ্ণানন্দ দত্ত ছিলেন কৃষ্ণ ভক্ত। তাঁর সময়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বহু বৈষ্ণব পরিবৃত হয়ে আন্দুল গ্রামে জমিদার কৃষ্ণানন্দের কীর্তন মন্ডপে আগমন করেন। কথিত আছে, সেই সময় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বৈষ্ণব দলের কীর্তনের সময়ে নৃত্য ও গীতের ফলে যে আনন্দধুলি উড়েছিল সেই থেকে এই জনপদের নাম হয় আনন্দধুলি। তার থেকে শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে জায়গাটির নাম হয় আন্দুল।[২] নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃষ্ণানন্দকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে তাঁকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি নবদ্বীপে গমন করে শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করেন ও তাঁর কৃপা লাভ করেন। এরপর কৃষ্ণানন্দ নিজ পুত্র কন্দর্পরামের হাতে সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর সহচর্যে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। পুরী ধামের 'চান্দুলমঠ' কৃষ্ণানন্দের কীর্তির সাক্ষ্য আজও বহন করছে। চৈতন্যচরিতামৃত ও মহাপ্রভু চরিত সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থে অনেক স্থানে কৃষ্ণানন্দ দত্তর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কৃষ্ণানন্দের তিন পৌত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামশরণ দত্ত চৌধুরী প্রথম আন্দুলে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে।[৩] তিন পৌত্রের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ হওয়ায় মধ্যমপৌত্র গোবিন্দশরণ আন্দুল ত্যাগ করে 'বদর রসা' নামক চরে (অধুনা কলকাতার অন্তর্ভুক্ত) নিজ বাসস্থান স্থাপন করেন। সেই স্থান 'গোবিন্দপুর' নামে বিখ্যাত। ইনিই ছিলেন হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বাড়ির প্রথম পুরুষ।[৪] অল্প কালের মধ্যেই রামশরণ সর্বহারা হয়ে পড়েন এবং সেই শোকে দেহত্যাগ করেন। রামশরনের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশ্বর পৈত্রিক জমিদারির পুনরাধিকার করেন এবং কাশীশ্বর পুরাতন বাড়ি ত্যাগ করে নতুন করে বৃহৎ অট্টালিকা ও পূজার দালান নির্মাণ করেন। তিনি নিজ নামে ৺কাশীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করে কুলো প্রথা অনুযায়ী উক্ত দেবতারও সেবার জন্য 'শ্রীশ্রী কাশীশ্বর দেবত্তর' নামে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করে দেন।[৫] রামশরণ দত্ত চৌধুরী আন্দুলে দত্ত চৌধুরী বংশের যে দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন তা আজ ৪৫৫ বৎসর ধরে চলে আসছে। এই দুর্গোৎসবে গ্রামের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এটি আন্দুলের এক বহমান ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। আন্দুলের মল্লিক পরিবার ছিল দত্ত চৌধুরী পরিবারের দৌহিত্র সম্পর্কিত।[৬] হুগলী জেলার মথুরাবাটী গ্রামে গৌতম গোত্রীয় মল্লিক পরিবার ছিল অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এঁদের 'মথুরাবাটীর মল্লিক' নামে সমাজে উল্লেখ করা হত। এই বংশের গৌরীশংকর মল্লিক মহাশয়কে আন্দুলের জমিদার কাশীশ্বর দত্ত চৌধুরী নিজ কন্যা দান করেন ও তৎসম্পর্কে যৌতুক স্বরূপ বিস্তীর্ণভূমি দান করে তাঁকে আন্দুলে স্থাপন করেন।[৭] ভদ্র-প্রতিবেশী ও গ্রামের সুন্দর পরিবেশ মল্লিক মহাশয়কে আকৃষ্ট করে। গৌরীশংকরই আন্দুলের মল্লিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কি সূত্রে মল্লিকরা জমিদারি ও প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও তবে 'মল্লিক' পদবী থেকে অনুমান করা যায় এই পরিবারের কোন পূর্বপুরুষ মুসলমান নবাব সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বংশেরই বিদ্যোৎসাহী, ধার্মিক, স্নেহ প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ মল্লিক। তিনি বহু পরিশ্রম ও খরচ করে আন্দুল গ্রামে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেটির নাম রাখা হয় 'Andul Higher Class English School।'[৮] তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অতি দক্ষতার সঙ্গে এটি পরিচালনা করতেন। তিনি এই কাজের দ্বারা নিজ গ্রামের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। আজ আন্দুলের ঘরে ঘরে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী, পেশা ভিত্তিক যুবক দল দেখা যায় তার প্রধান ও মূল উৎস হল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যোগীন্দ্রনাথ মল্লিকের অনবদ্য কীর্তি 'ইংরাজী স্কুল'।[৯] এই বিদ্যালয়টি আজও বর্তমান। আজও প্রতিবছর দশই ফেব্রুয়ারি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগীন্দ্রনাথ মল্লিকের মূর্তিতে মাল্য দান করে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

কাশীশ্বর দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা ও আন্দুলের মল্লিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গৌরীশংকর মল্লিক তার ভগ্নিপতি ভুবনেশ্বর করকে আন্দুল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১০] কর বংশীয় রায় নিজ অবস্থার উন্নতি করেন ও অবস্থানুযায়ী 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। এই পরিবার থেকেই আন্দুলের রাজ বংশের উদ্ভব ঘটে। এই পরিবারের সুযোগ্য সন্তান রামচরণ রায়। তিনি ফার্সি ও আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ওকালতি পড়ে আইন ব্যবসাও করতেন। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হুগলি দপ্তরে উকিল পদে যোগ দেন। তিনি জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর দেওয়ানী করে অনেক প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান হন।[১১] সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বেসর্বা রবার্ট ক্লাইভ এর সুনজরে পড়েন তিনি এবং পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি দেওয়ানের সহকারী থেকে কোম্পানির দেওয়ান হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধে জয়ী হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পরাজিত সিরাজের প্রাসাদ থেকে লুণ্ঠিত হয় প্রায় ৮ কোটি টাকার মুদ্রা ও ধনরত্ন। সেই ধনরত্নের অধিকাংশ সরস্বতী নদীপথে নিয়ে আসেন রামচরণ রায়। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের হাতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমল পরিবর্তন ঘটে। ১৭৬৬, খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম রামচরণ রায়ের পুত্র রামলোচন রায়কে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন।[১২]

রামলোচন রায়ের পুত্র রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ছিলেন মেধাবী, সামাজিক, কার্যদক্ষ ও উদ্যোগী পুরুষ।[১৩] কলকাতার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ও ধনীসমাজে রাজনারায়ণের খুব মেলামেশা ছিল। তিনি স্যার রাধাকান্ত দেবের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনি সেই সময় গঠিত 'হিন্দু ধর্ম সভা'র যুগ্ম সভাপতি নির্বাচিত হন রাধাকান্ত দেবের সহিত।[১৪] আন্দুলে দত্ত চৌধুরী বাড়িতেও এই সভার অধিবেশন বসত এবং রাধাকান্ত দেবও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন।[১৫] আন্দুলের রাজপ্রাসাদ রাজা রাজনারায়ণের পরিকল্পনা ও তাঁর সময়েই এটি নির্মিত হয়। রাজপরিবারের সদস্যদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় এই রাজপ্রাসাদটি ডোরিক স্থাপত্যে নির্মিত। এই বিশাল প্রাসাদটি ৬০ ফুট উঁচু এবং ৫০ ফুট ৮টি থাম বিশিষ্ট, প্রাসাদের পূর্বদিকে পূজার দালান নির্মিত।[১৬]

এই রাজভবনটি বাংলার যেকোনো রাজভবনের সমকক্ষ ও অনেকের থেকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। এই রাজবাড়ীর প্রায় ১৩ ফুট চওড়া কাঠের সিঁড়ি এবং এই রাজবাড়ীর আকর্ষণ ছিল এই রাজবাড়ী নাচ ঘর। এই নাচ ঘরটি অবস্থিত ছিল রাজবাড়ির মাঝখানে তিনতলায়। বিশাল হলঘর যার মেঝে ছিল কাঠের তৈরি। নাচ ঘরে ৬৪ টি ঝাড়লণ্ঠন সে সময় দেখা যেত। দেওয়ালে টাঙানো ছিল রাজ পরিবারের পূর্বপুরুষদের oil painting এর ছবি। এই নাচ ঘরে লখনৌ, বেনারস থেকে আসতো বহু নামকরা বাইজি।[১৭] ঘুঙুরের তাল আর তবলার আওয়াজে নাচঘর জমজমাট হয়ে উঠতো। এখন আর নাচ ঘরের তেমন কোন অস্তিত্ব নেই। কালের গ্রাসে তা এখন ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে।

এই রাজবাড়ীর সম্মুখে ছিল মাঠ যার আয়তন ছিল চার বিঘা। সিংহ দুয়ারের পাশে ছিল দারোয়ানদের ঘর। তখন সরস্বতী নদীর দৈর্ঘ্য ছিল অনেক বেশি যা রাজবাড়ীর সিংহ দুয়ারের সামনে দিয়ে প্রবাহিত হতো। রাজবাড়ির পেছনে ছিল বারো বিঘা জমি নিয়ে বিশাল ফলের বাগান যা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল।[১৮] রাজা রাজনারায়ণের সময় গৃহ বিগ্রহ অন্নপূর্ণা ঠাকুর বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল রাজবাড়ীর পশ্চিম দিকে। অন্নপূর্ণা ঠাকুর বাড়ির সিংহ দুয়ারের উপরে ছিল নহবতখানা। সেখানে রাজবংশের পূজা পার্বণ এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে নহবত বসত। সিংহ দুয়ার থেকে প্রবেশ করে বিশাল উঠান। উঠান পেরিয়ে শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দির। এই মন্দিরের অধিষ্ঠিতা দেবী অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি।[১৯] মন্দিরের দু'পাশে বারোটি শিবলিঙ্গের মন্দির রয়েছে। ৩০শে চৈত্র ১২৫১ সন শুক্রবার মহাবিষ্ণু সংক্রান্তির দিন শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা দেবী প্রতিষ্ঠা কার্যসম্পন্ন হয়। 'ভুকাশী' নামক ভবনে অষ্টধাতুময়ী শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা দেবী এবং শ্রী শ্রী নটশিব প্রতিষ্ঠা কার্য সুচারূপে সুসম্পন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে ১০ই বৈশাখ সোমবার ১২৫২ সন ইংরাজী ২১শে এপ্রিল ১৮৪৫ 'সমাচার চন্দ্রিমায়' প্রকাশিত হয়। তৎসময়ে আনন্দ সূচক বহু কামানের তোপধ্বনি দ্বারা ইহা প্রচারিত হয়। রাতে রাজবাড়িতে আলোকসজ্জা ও রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে নানাপ্রকার সুদৃশ্য আতশবাজি পোড়ানো হয়। তৎসময়ে ইংরাজি বাদ্যদাম হতে থাকে। ভূকাশীধামে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ অন্নপূর্ণা মন্দিরে সারা রাত্রি ব্যাপী শ্রীশ্রী কৃষ্ণলীলা যাত্রাভিনয় দ্বারা লোকরঞ্জন করা হয়। পরের দিন প্রাতঃকালে শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা মঙ্গলারতি শেষে রাজবাড়ীর কামানের তোপধ্বনি দ্বারা অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হয়।[২০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজবাড়ীর কামানটি এখনো অন্নপূর্ণা মন্দিরে রাখা আছে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত দুর্গাপূজা বসার সময়ে এবং বিজয়ার দিন কামানের তোপ পড়তো। অন্নপূর্ণার মন্দিরের পূজার জন্য পাশেই ছিল ফুলের বাগান। বাগানের পাশেই ছিল সান বাঁধানো পুকুর। পরবর্তীকালে যেটি 'গোলাপুকুর' নামে পরিচিত ছিল। বাহাদুর রাজনারায়ণের অন্যতম কীর্তি ছিল কোবলার বাগান, বাড়ি এবং সেই স্থানের স্থাপত্য ও নির্মাণ কৌশল ছিল অতি উচ্চমানের।[২১] রাজবাড়ী থেকে সুড়ঙ্গ পথে রানীরা স্নান করতে যেত কোবলার বাগান বাড়িতে। সেখানে বাগানের ভিতর ছিল একটি সান বাঁধানো জলাশয়। যার চার পাশে ছিল ফুলের বাগান, সান বাঁধানো ঘাটের উপরে বড়ো চাতাল যেখানে দুপাশে পাথর দিয়ে নির্মিত বসার জায়গা এবং মাথার উপর ছিল পাথর দিয়ে তৈরী ছাদ। বসার জায়গার দুপাশে স্তম্ভের উপর ছিল পরীর মূর্তি।[২২] তার পিছনে ছিল অপূর্ব কারুকার্যময় বাগানবাড়ি। বাহাদুর রাজা রাজনারায়ণের অপূর্ব কীর্তি ও সৌন্দর্যবোধের জন্য তিনি 'আন্দুলের শাহজাহান' নামে পরিচিত ছিলেন।[২৩] আন্দুল রাজবাড়ির দুর্গাপূজাও রাজবাড়ীর অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় গুলির মধ্যে একটি। আন্দুল রাজবাড়ির দুর্গোৎসব শুরু হয়েছিল ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামলোচন রায়ের হাত ধরে।[২৪] রাজবাড়ীর দুর্গা প্রতিমার একটি বিশেষত্ব হলো এখানে মা দুর্গার বাহন সিংহ নয়। এখানে নরসিংহ কে মা দুর্গার বাহন হিসেবে দেখা যায়। রাজ পরিবারের সূত্রে জানা যায় ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গোৎসবের বোধন বসেছিল প্রায় ২৪ দিন আগে।[২৫] সেই সময় কামানের তোপ দিয়ে বোধন বসেছিল। নবমীর দিন লর্ড ক্লাইভ রাজা রামলোচনের আমন্ত্রণে আন্দুল রাজবাড়িতে আসেন। তিনি এনেছিলেন একশত একটি পদ্ম। তিনি নগদ ১০০০০ টাকা প্রণামী দিয়েছিলেন।[২৬] সেখানে সে সময়কার বিখ্যাত বাইজি গওহরজান সেই সময় নৃত্য গীত পরিবেশন করেন। প্রথম থেকে দুর্গোৎসবে দুর্গা প্রতিমার সামনে ২৪টি ছাগল ও দুটি মহিষ বলি হত।[২৭] প্রতিটি বলির সময় এই কামানের তোপধ্বনি হত। কিন্তু এই প্রথা বন্ধ হয়েছে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তবে রাজবাড়ীর দুর্গোৎসব আজও স্বমহিমায় চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কামানটি রাজা রামলোচন রায়কে দ্বিতীয় শাহ আলাম উপহার দিয়েছিলেন।[২৮] সেই কামানটি এখনো যত্ন সহকারে অন্নপূর্ণা মন্দিরে রাখা আছে। এই কামানটির বয়সও প্রায় ২৫৩ বছর।

রাজা রাজনারায়ণের দুই রানীর মধ্যে বড়ো রানীর দুই সন্তান ছিল। জেষ্ঠ সন্তান বিজয় কেশব এবং কনিষ্ঠ সন্তান বিজয় মাধব।[২৯] ছোট রানী ছিলেন নিঃসন্তান। বিজয় মাধব শিশু কালেই মারা যান। রাজা বিজয় কেশব ছিলেন অতি মহানুভব, বিষয়াসক্তি শূণ্য, দয়ালু ব্যক্তি। তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি রাজা রাজনারায়ণের দৌহিত্র প্রাণ কৃষ্ণ মিত্রকে আদালতের সাহায্যে দত্তক নেন।[৩০] সেই থেকে আজ পর্যন্ত দৌহিত্ররাই রাজ পরিবারের সদস্য।

আন্দুলের লাগোয়া গ্রাম মহিয়াড়ী। আন্দুল আর মহিয়াড়ী এতটা গায়ে গায়ে যে এই দুটি গ্রামকে কোনোভাবে আলাদা করা যায় না। এই গ্রামের কুণ্ডুচৌধুরী বংশের আদিপুরুষ হিসাবে পুরুষোত্তম-এর নাম জানা যায় কুণ্ডুচৌধুরী বংশের নবপ্রজন্মের কাছ থেকে।[৩১] তিনি সম্ভবত তমলুক থেকে মহিয়াড়ীতে আসেন। তবে মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরীদের জমিদার বাড়ি গড়ে তুলেছিলেন কুশদেব ১২২৩ বঙ্গাব্দের আশপাশে। তখন বাংলার অর্থনীতিতে সরস্বতী নদীর গভীর প্রভাব ছিল। আন্দুল মৌড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত হত সরস্বতী নদী। এই নদীর মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করেই এই কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারের উত্থান এবং শ্রীবৃদ্ধি।

কুণ্ডুচৌধুরী পরিবার গ্রাম কল্যাণের জন্য বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। এই পরিবারের এক সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কমলকৃষ্ণবাবু এলাকার মানুষের রোগনিরাময় এবং প্রসূতিদের জন্য স্থাপন করেন লক্ষ্মীকমল হাসপাতাল, তৈরি করেছিলেন নিজের বাগানবাড়িতে।[৩২] পরবর্তীকালে তিনি এই হাসপাতালটির বৃদ্ধির জন্য অনেক জমি দান করেছিলেন। যা সত্যি — আন্দুল ও মহিয়াড়ীর গর্বের বিষয়।

মহিয়াড়ীর কুণ্ডুচৌধুরী পরিবার স্থানীয় অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগ নেন এবং এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ রাণীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বালিকা বিদ্যালয়টির অস্তিত্ব আজও বর্তমান। আন্দুল ও মহিয়াড়ী অঞ্চলের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহু কৃতী ছাত্রী বর্তমানে তারা সমাজের বহু উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিতা, তারা রাণীবালা বালিকা বিদ্যালয় থেকে তাদের সুকলের পাঠ নিয়েছেন। এটিও আন্দুল-মহিয়াড়ীর একটি কমন ঐতিহ্য।[৩৩]

মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরীদের অনবদ্য সৃষ্টি হল স্থানীয় জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা। তাঁরা এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করেন।

মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। তাঁরা স্থানীয় জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেন। সেগুলি আজও যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে।

কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারে সারা বছর ধরে চলত পূজা, উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠান। বাড়ি বাড়ি যেত নিমন্ত্রণ পত্র। শুধু ব্রাহ্মণরাই নন, নিমন্ত্রণ পেতেন এলাকার ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক এবং পোস্টমাস্টারও।

কুণ্ডুচৌধুরী পরিবার সূত্রে জানা যায়, এই পরিবারে দূর্গা পূজারও আগে বাসন্তী পূজার প্রচলন ছিল।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, মহিয়াড়ী কুণ্ডুচৌধুরী পরিবারের রাস ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব চলত প্রায় এক মাস ধরে। এই উৎসবে একটি রাস মেলার মাঠে ছোটো মেলা বসত এবং কলকাতা থেকে যাত্রা কোম্পানীরা আসত এবং তাদের যাত্রা পরিবেশন করত কুণ্ডুচৌধুরী বাড়ির উঠানে। আজও প্রতিবছর রাশপূর্ণিমায় আন্দুল মৌড়িতে রাসের মেলা বসে। এটিও আন্দুল-মহিয়াড়ীর একটি বহমান ঐতিহ্য।

আন্দুল গ্রামটিতে দু-জন শাস্ত্রজ্ঞ মহাজ্ঞানী পন্ডিতপ্রবর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন শ্রীভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর (ভট্টাচার্য) এবং শ্রী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি 'প্রেমিক মহারাজ' নামে পরিচিত। পন্ডিত রঘুনাথ তর্কবাগীশ আন্দুলে ভট্টাচার্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা।[৩৪] তিনি সংস্কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ মহাজ্ঞানী পন্ডিত ছিলেন। তার লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য বই হল 'তন্ত্রকুলশিরোমণি'।[৩৫] রঘুনাথ তর্কবাগীশ এর অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ শ্রী ভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, পন্ডিতপ্রবর ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বাংলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপের একটি তর্ক সভায় উপস্থিত হয়ে অসামান্য বিদ্যাপত্তা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। যার জন্য ওই ভৈরবী চরণের জন্মস্থান আন্দুলকে তৎকালীন সুধী সমাজ 'দক্ষিণ নবদ্বীপ' আখ্যা দিয়ে গৌরবান্বিত করেছিলেন। ভৈরবী চরণের তন্ত্র শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ছিল সুগভীর জ্ঞান।[৩৬]

তিনি আনুমানিক ১৭৬০ - ৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সূক্ষ্ম দেহে বারাণসী থেকে কষ্টিপাথরের মা সিদ্ধেশ্বরীকে আন্দুলে আনেন।[৩৭] ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জমিদার দত্ত চৌধুরীদের জায়গায় শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৮] এই শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতাই হলেন আন্দুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রঘুনাথ তর্কবাগীসের অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হলেন কবিরত্ন 'প্রেমিক মহারাজ' বা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।[৩৯] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দাদু রামরতন তর্কালঙ্কারের কাছে আন্দুলাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সাধক ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগরের তন্ত্র মতে দীক্ষা এবং পূর্ণাভিষেক হওয়ায় আন্দুলের চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য বাড়ি আন্দুল দক্ষিণ পাড়ার প্রেমিক মহারাজের বংশের (ভট্টাচার্য বাড়ী) শিষ্য বাড়িতে পরিণত হয়।[৪০] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক মহারাজ) তাঁর পিতা মাধব চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে প্রথম পাঠ গ্রহণ করার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে 'কবিরত্ন' উপাধি লাভ করেন।[৪১] এরপর মহেন্দ্রনাথ স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পন্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন এবং কিছুদিন অতি দক্ষতার সঙ্গে সেই কার্যসম্পন্ন করলেন। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ সংসারী ছিলেন না। তাঁর অর্থ, যশ, পদমর্যাদা কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি তাঁর সহধর্মিনী ও পুত্রগণের হাতে সমস্ত অর্থ ও সংসারের দায়িত্ব অর্পণ করে কালী সাধনায় মগ্ন হন।[৪২] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে কুলাবধূত 'বশিষ্ঠানন্দ নাথ' নাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সাধক কবি। তিনি সাধনার পথকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি কালীনাম রচনা করতেন এবং তার রচিত প্রতিটি কালী নামের শেষে নিজেকে প্রেমিক ভণিতায় প্রকাশ করতেন।[৪৩] তিনি ছিলেন আন্দুলের রাজা বিজয় কেশব রায় (যিনি তৎকালে তান্ত্রিক রাজা নামে খ্যাত ছিলেন) মহাশয় এর সভাকবি।[৪৪] ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আন্দুলের রাজবাড়িতে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগী কৃষ্ণধর মল্লিকের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি।[৪৫] প্রতিষ্ঠার দুই দশক পর্যন্ত একাধিক স্থানে কালী কীর্তন সমিতির আখড়া ছিল। তারপর বাংলার ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ইংরাজীর ১৯০০ সাল থেকে শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং সমিতির সভ্যগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রী শ্রী প্রেমিক মহারাজের বহিঃবাড়ি অর্থাৎ 'প্রেমিকভবনে' আন্দুল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কালী কীর্তন সমিতির আখড়া ঘর পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত হয়।[৪৬] সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার ১৪৩০ সাল (২০২৩) পর্যন্ত এখনও প্রেমিক ভবনে এই প্রসিদ্ধ কালী নাম ঘরেই কালী কীর্তন এর সাপ্তাহিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ঘরেরই সেই ঐতিহাসিক তক্তপোশের ওপরেই আজও আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি (প্রেমিক ভবন) এর পঞ্চম প্রজন্মের সভ্যগণ মহড়া অনুশীলন করেন। এই তক্তপোশের ওপরেই ১৯০১ সালে যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ করুণাময়ী শ্রীশ্রী সারদা দেবীর নির্দেশ মতো পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বার্ষিক সাধারণ জন্মোৎসবে কালী কীর্তন পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রণপত্র নিয়ে প্রেমিক মহারাজের কাছে এসেছিলেন।[৪৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সপ্তর্ষীর 'উজ্জ্বলতম নক্ষত্র' স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃকুলের কুলগুরু (স্বামীজীর পিতৃদের শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতৃ দেবী শ্রীমতি ভুবনেশ্বরী দেবীর) দীক্ষাগুরু ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তথা কবিরত্ন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক মহারাজ)।[৪৮] সেই সূত্রে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি স্বামীজির পিতা বিশ্বনাথ দত্তের প্রয়াণের কিছু পরে অর্থাৎ পারলৌকিক ক্রিয়ার পূর্বে স্বামীজি অসৌচ অবস্থায় কুলগুরু সাধক কবি শ্রী 'প্রেমিক মহারাজ'কে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন।[৪৯]

বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্ম উৎসবে (১৮৯৬-৯৮) আন্দুল কালীকীর্তন এর সংগীত পরিবেশিত হয়।[৫০] শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস আন্দুলের সাধক কবি প্রেমিক মহারাজের গান পরমাগ্রহে শ্রবণ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁর ভক্তের কণ্ঠে প্রেমিক রচিত গান -

"মেতেছে মন বারণ বিষয় বিষ বিপিণে
অবোধ বারণ বারণ মানে না মোহ বারুণী পানে।"

এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীম'দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ উনিশ খন্ড তৃতীয় পরিচ্ছদে।

আজও আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি (প্রেমিক ভবনের) পঞ্চম প্রজন্মের সভ্যগণ প্রতিবছর ৪ঠা ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী তিথিতে ধুমধাম এর সাথে কবিরত্ন প্রেমিক মহারাজের আবির্ভাব দিবস পালন করেন। যা আন্দুল প্রেমিক উৎসব নামে খ্যাত।

উপসংহার : হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল একটি প্রাচীনতম বর্ধিষ্ণু গ্রাম, যেটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য স্থাপত্যকে ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একসময় দক্ষিণের নবদ্বীপ যেমন জগৎ বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতপ্রবর রঘুনাথ তর্কবাগীস, শ্রী ভৈরবী চরণ বিদ্যাসাগর এবং 'কবিরত্ন' প্রেমিক মহারাজ প্রমূখ পূণ্যাত্মা সাধক ব্যক্তির জন্মস্থান তেমনি এই প্রাচীন গ্রাম আন্দুলেই হাওড়ার প্রাচীনতম দুর্গোৎসব এর প্রচলন হয়েছিল যা আজও স্বমহিমায় অব্যাহত রয়েছে। আন্দুলেই রাজা রাজনারায়ণের রাজত্বকালে গড়ে ওঠে ডোরিক স্থাপত্যে নির্মিত সুবিশাল রাজপ্রাসাদ যা আজও প্রাচীন ঐতিহ্য, স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। এই আন্দুলের মাটি স্পর্শ করেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ এবং লর্ড ক্লাইভ এর মতো ঐতিহাসিক চরিত্ররা।

আন্দুলের প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে গেলে আন্দুলের রাজবাড়ীর, দত্ত চৌধুরী বাড়ী সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তা না হলে এগুলি একসময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

Reference:

১. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ১১
২. তদেব, পৃ. ১৬
৩. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ১৮
৪. ধর, কৃষ্ণ, কলকাতা তিন শতক, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১২
৫. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ২১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. তদেব, পৃ. ৭১
৭. চৌধুরী, কবিতা, নকসীকাটা স্মৃতির কাঁথা, দত্ত চৌধুরী পরিবারের অন্যতম একটি পারিবারিক বই, পৃ. ২০
৮. দত্ত, চৌধুরী, শ্রীঅতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৭৪
৯. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, ডঃ দেবিকা মিত্র (মল্লিক বংশের পুত্রবধূ)
১০. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৮৭
১১. তাদেব, পৃ. ৮৯
১২. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, সাথী মিত্র (রাজ পরিবারের পুত্রবধূ)।
১৩. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, অরুণাভ মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
১৪. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৯০
১৫. তাদেব, পৃ. ৯১
১৬. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশপরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১২
১৭. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী প্রণব কুমার মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
১৮. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রীমতি সাথী মিত্র (রাজ পরিবারের পুত্রবধূ)।
১৯. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী প্রাণ কুমার মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য।)।
২০. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশপরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৯৪
২১. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অরুণাভ মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
২২. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রীমতি সাথী মিত্র (রাজ পরিবারের পুত্রবধূ)।
২৩. দত্ত, চৌধুরী, শ্রীঅতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৯১
২৪. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশপরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ২০
২৫. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী প্রাণ কুমার মিত্র (রাজ পরিবারের সদস্য)।
২৬. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার সংকলিত ১৩৩০ বংশ পরিচয় (আন্দুল রাজবংশ) তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৩৯
২৭. তদেব, পৃ. ৩৬
২৮. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৯১
২৯. তদেব, পৃ. ৯২
৩০. ১৯৫৫ সালের আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির ৭৫তম শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের ১১০তম জন্মোৎসবে এর যৌথ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তক, পৃ. ১০
৩১. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অমিতাভ কুন্ডু চৌধুরী (কুন্ডুচৌধুরী বংশের সদস্য)।
৩২. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অমিতাভ কুন্ডু চৌধুরী (কুন্ডুচৌধুরী বংশের সদস্য)।
৩৩. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অমিতাভ কুন্ডু চৌধুরী (কুন্ডুচৌধুরী বংশের সদস্য)।
৩৪. ১৯৫৫ সালের আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির ৭৫তম শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের ১১০তম জন্মোৎসবে এর যৌথ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তক, পৃ. ১০
৩৫. দত্ত, চৌধুরী, শ্রী অতুল কৃষ্ণ, আমার গ্রামের কথা, পারিবারিক আন্দুল দত্ত চৌধুরী পরিবারের অপ্রকাশিত একটি বই, পৃ. ৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 97
Website: https://tirj.org.in, Page No. 854 - 861
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৬. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অশোক ভট্টাচার্য (চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্য ও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার পুরোহিত)।
৩৭. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অজয় ভট্টাচার্য (চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্য ও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার পুরোহিত)।
৩৮. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, শ্রী অজয় ভট্টাচার্য (চৌধুরী পাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারের সদস্য ও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার পুরোহিত)।
৩৯. আন্দুল কালী কীর্তন সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, আন্দুল কালী কীর্তন ও বাউল গীতা বলি, পৃ. ১
৪০. তদেব, পৃ. ২
৪১. শ্রীশ্রীপ্রেমিক মহারাজের পঞ্চ ষষ্ঠাধিক শততম (১৬৫), আবির্ভাব তিথি উৎসব, (১২ই এপ্রিল, ২০০৯), স্মরণিকা পুস্তিকা, পৃ. ২০
৪২. তদেব, পৃ. ২৫
৪৩. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, কাজল ভট্টাচার্য (প্রেমিক বাড়ীর সদস্য)
৪৪. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, গৌতম চ্যাটার্জী (বর্তমান কালী কীর্তন সমিতির প্রধান সচিব)।
৪৫. ১৯৫৫ সালের আন্দুল কালী কীর্তন সমিতির ৭৫তম শ্রী শ্রী প্রেমিক মহারাজের ১১০তম জন্মোৎসবে এর যৌথ জয়ন্তী
উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তক, পৃ. ২৬
৪৬. তদেব, পৃ. ২৮
৪৭. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, গোপাল ভট্টাচার্য (প্রেমিক ভবনের সদস্য)
৪৮. উদ্বোধন, ১২০ তম বর্ষ ১১৯ তম সংখ্যা কার্যালয় কলকাতা, পৃ. ৩৪
৪৯. তদেব, পৃ. ৪২
৫০. শ্রীশ্রী প্রেমিক মহারাজের পঞ্চ ষষ্ঠাধিক শততম (১৬৫), আবির্ভাব তিথি উৎসব, (১২ই এপ্রিল, ২০০৯), স্মরণিকা পুস্তিকা, পৃ. ৩০